আবারো সভাপতি সবুজ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদ প্যানেল বিজয়ী

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে কড়ানিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারন সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ প্যানেল বিজয়ী হয়েছেন।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) প্রতিকে পেয়েছেন ৭৬৫ ভোট ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে পেয়েছেন ৪০৫ ভোট।
এ নির্বাচিত প্রার্থীদ্বয় গত দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে প্যানেল করে নির্বাচিত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারো সভাপতি প্রার্থী সবুজ ও সাধারন সম্পাদক প্রার্থী মাসুদ ভোটের ১ দিন আগে প্যানেল ঘোষণা করেন এবং তারা ভোটের মাধ্যমে এ জুটি দ্বিতীয় বারের মত আবারো নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা) প্রতিকে ৭০২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৬০ ভোট ও জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার সকাল ৮টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত দর্শনা কেরুজ নতুন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এ ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী অন্যান্য পদের মধ্যে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন।

এদের মধ্যে মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী) প্রতিকে ৬২৩ ভোট পেয়ে প্রথম ও রেজাউল করিম (টেবিল) প্রতিকে ৪৯৬ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এদের প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী এসএম কবীর (কলস) প্রতিকে ৪৭১ ভোট ও আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী) প্রতিকে ১৮১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। যুগ্ন-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন।

৪ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে) ৩ জন প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি) প্রতিকে ৯১ ভোট পেয়ে প্রথম ও মাহামুনুল হাসান (টর্চলাইট) প্রতিকে ৮৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিত্বন্দিতা করে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। এদের মধ্যে সাহেব আলী শিকদার (টর্চলাইট) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে প্রথম ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) প্রতিকে ৭০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছেন।

একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হয়েছেন সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব) প্রতিকে ৫৭ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশলী) বিভাগে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১৩০ ভোট পেয়ে প্রথম, ইদ্রিস আলী (ডাব) প্রতিকে ১০৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ও জহিরুল ইসলাম (বালতি) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন। এ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে জাহিদুল ইসলাম (গাভী) প্রতিকে ৬৩ ভোট, শ্রী তারাপদ বিশ্বাস (আখেরআটি) প্রতিকে ৫৮ ভোট ও রবিউল ইসলাম (বেলচা) প্রতিকে ৩৫ ভোট পেয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।কেরুজ দ্বী-বার্ষীকি নির্বাচনে মোট ভোট ১১৮৭ তার মধ্যে ভোটাররা ভোট প্রয়োগ করেছেন ১১৭০।

এ নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন ও ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এ নির্বাচনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যন্যদের মধ্যে সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন দায়িত্ব পালন করেন।

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যদিয়ে কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা সম্পন্ন

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবারের কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা।
স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে এবার নির্ধারিত সময়ের চাইতে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ২ ঘন্টা বিলম্বে। সকাল ১০ টায় যে সভা শুরু হওয়ার কথা সে সভা বিলম্বে দুপুর ১২ টায় সভা শুরু করে রাত ৮টার মধ্যেই করা হয়েছে শেষ। এবারের সভায় শুরু থেকে ছিল উত্তেজনা ও নেতাদের কথায় ছিল তিক্ততার বিষ। কথার তীরে ঘায়েল করতে বক্তব্যে একে অপরকে করেন ধবল ধোলাই। সভার প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি, চেয়ার ভাংচুর ও স্বপন নামের এক শ্রমিক রক্তাক্ত জখম সহ সভাস্থলে কয়েক দফা হাতাহাতির মধ্য দিয়ে এবারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা হয়েছে শেষ।

রোববার সকাল ১০টার স্থলে দুপুর ১২ টার দিকে কেরুজ ইমারত বিভাগের সামনে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সভা চত্বর ছিল শুনশান। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে সাকাল ৯টার পর থেকে শ্রমিক সংগঠন গুলো দলবদ্ধ হয়ে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে। দুপুর ১২টার দিকে শুরু হয় আলোচনাপর্ব। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ সভার উদ্বোধন করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম সহ শ্রমিক নের্তৃবৃন্দ। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০২১ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ২০২২ সালে আয় হয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ১১৮ টাকা ৮৮ পয়সা এবং ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৫১৭ টাকা ৪৫ পয়সা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৬০১ টাকা ৪৩ পয়সা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর। অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিষদের সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদপ্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরও বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী রেজাউল করিম, মফিজুল ইসলাম, এসএম কবির, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সদস্যপ্রার্থী বর্তমান পরিষদের সদস্য মজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, সাইফ উদ্দিন সুমন, ডাবলু, আব্বাস আলী, হারিজুল ইসলাম, সাহেব আলী শিকদার, জাহিদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সুমন, প্রমুখ।

সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আল আমিন, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি) জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ মাস ৫ দিন আগে। সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হলো ১২ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহোৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মৌসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাস থাকে গরম। নির্বাচনকে ঘিরে কেরুজ আঙিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারণায় এখন মুখরিত। প্রার্থীদের দৌড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কোন কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা কমতি থাকবে না এবারের নির্বাচনেও। ভোটের বাকি মাত্র ১২ দিন। নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সংগঠন কার্যালয়গুলো কর্মী-সমাবেশের পাশিপাশি হচ্ছে ভুড়ি ভোজনের আয়োজন। সেই সাথে প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থক ও ভোটারদের মুহুমুহু